দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 20 JAN 2007
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

বইমেলার প্রস্তুতি চলছে, স্টল বরাদ্দের কাজ শেষ, উদ্বোধন হবে ভাষা শহীদদের ভাস্কর্য

সৈয়দ সোহরাব

বাঙালীর প্রাণের মেলা, জাগরণের মেলা ও স্পন্দনের মেলা অমর একুশের বইমেলার প্রস্তুতির কাজে এখন ব্যস্ত বাংলা একাডেমী। ইতোমধ্যেই একাডেমী স্টল বরাদ্দের কাজ সম্পন্ন করেছে। তবে এবারও স্টল বরাদ্দ নিয়ে রয়েছে অনিয়মের অভিযোগ। বাজেট কম হওয়ায় এবার স্টলের সংখ্যাও কমিয়ে দিয়েছে একাডেমী। তবে সবকিছু ছাপিয়ে এবার বাড়তি আকর্ষণ হবে ভাষাশহীদদের আবক্ষ ভাস্কর্য।

রাজনৈতিক অস্থিরতার মাঝে এবার একুশের মেলা হবে কি হবে না এই সংশয় দেখা দিলেও হঠাৎ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জরুরী অবস্থা জারি করায় প্রকাশকদের মাঝে স্বস্তি ফিরে আসে। আর প্রকাশকরাও নেমে পড়ে নিজস্ব প্রস্তুতিতে।

মহান একুশের বইমেলার স্টল সংখ্যা কমে এবার দাঁড়িয়েছে ৪শ'তে। গত মেলায় স্টল ছিল ৪৭০টি। এবার

স্টলের সংখ্যা হ্রাস, উঠেছে অনিয়মের অভিযোগ

৩৭১টি প্রতিষ্ঠান সাড়ে পাঁচ শ' স্টলের জন্য আবেদন করেছিল। কিন্তু স্টল বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ২০৮টি প্রতিষ্ঠানকে। এর মধ্যে ৩ ইউনিটের ১৯ স্টল বরাদ্দ পেয়েছে দেশের শীর্ষ স্থানীয় প্রকাশনা সংস্থাগুলো। ২ ইউনিটের স্টল রয়েছে ১০৪টি এবং এক ইউনিটের স্টল রয়েছে ৮৫টি। বাকি ৫০টি স্টল রাখা হয়েছে বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের জন্য। এখনও এই স্টলগুলো বরাদ্দ দেয়া হয়নি। আর এ নিয়েই স্টলবঞ্চিত প্রকাশকসহ অন্যান্যের মাঝে শুরু হয়েছে নানা গুঞ্জন। প্রতিবারের মতো এবারও বঞ্চিত মৌলিক প্রকাশকরা বাকি ৫০টি স্টল তাদের বরাদ্দ দেয়ার জন্য একাডেমীর ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালকের বরাবরে আবেদন করেছেন। সুপারিশের জন্য ধর্ণা দিচ্ছেন নানা মহলে। তবে এমনও অভিযোগ রয়েছে, একই প্রকাশনী একাধিক নামে স্টল বরাদ্দ পেয়েছে। এমনকি পাইরেটেড বই প্রকাশ করে যারা তাদেরও স্টল বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। বাদ পড়েছে মৌলিক প্রকাশকরা। এ ব্যাপারে একাডেমীর সহপরিচালক (সমন্বয় ও জনসংযোগ) মুর্শিদ আনোয়ার বলেন, প্রতিবারের মতো এবারও নির্দিষ্ট কমিটি স্টল বরাদ্দ দিয়েছে। যাচাই বাছাইয়ের মাধ্যমে বাকি ৫০টি স্টল বরাদ্দ দেয়া হবে। তবে নতুন কাউকে আর স্টল দেয়ার সুযোগ নেই। মুক্তদেশ প্রকাশনের জাবেদ ইমন বলেন, গত বছর মেলায় অংশ নিয়েছি। কিন্তু এবার স্টল পাইনি। পাইরেটেড বই প্রকাশ করে এমন অনেক ভুঁইফোঁড় প্রকাশনীকে স্টল বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। কিন্তু আমার ৩০টি নতুন প্রকাশনা নিয়ে স্টল পাইনি। এখন বাকি ৫০টির মধ্যে চেষ্টা করে যাচ্ছি।

এবার রাজনৈতিক প্রভাবে কোন স্টল বরাদ্দ দেয়া হয়নি। তবে বিনা ভাড়ায় বা টাকা জমা না দিয়ে স্টল বরাদ্দ না দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে একাডেমী। গত বছর রাজনৈতিক প্রভাবে ৪৭টি স্টল টাকা জমা না দিয়েই নিয়েছিল। পরে মেলা শেষে টাকা না দিয়েই তারা উধাও হয়ে যায়। তাই গত বছর একাডেমীর প্রায় আড়াই লাখ টাকা গচ্চা যায়।

প্রতিবছর মেলা প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করে থাকেন। সে অনুযায়ী এবার মেলা উদ্বোধন করার কথা প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদের। কিন্তু এখনও প্রধান অতিথির সম্মতি পাওয়া যায়নি। এই উদ্বোধনের ব্যাপারে মুর্শিদ আনোয়ার জানান, প্রধান উপদেষ্টা যদি উদ্বোধন না করেন তাহলে তাঁর দফতর থেকেই আমাদের জানানো হবে কে উদ্বোধন করবেন মেলা।

এদিকে মেলা শুরুর আর মাত্র ১১ দিন রয়েছে। কিন্তু এখনও স্টল তৈরির কাজ শুরু হয়নি। বৃহস্পতিবার একাডেমী প্রাঙ্গণে গিয়ে দেখা গেছে বাঁশ আনা হচ্ছে. তাছাড়া স্টল বরাদ্দ হলেও এখনও পজেশন দেয়া হয়নি। এ ব্যাপারে মুর্শিদ আনোয়ার জানান, ইতোমধ্যেই স্টলের অবকাঠামো নির্মাণের কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে। দু'একদিনের মধ্যেই কাজ শুরু হবে। ২৬ জানুয়ারি শুক্রবার বেলা তিনটায় প্রকাশ্যে লটারীর মাধ্যমে স্থানও নির্ধারণ করা হবে। প্রতিবারই স্থান নিয়ে প্রকাশনা সংস্থাগুলোর অসন্তোষ থাকে। তাই এবার ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক মঈনুল হাসান এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এবার মেলার বাজেট ধরা হয়েছে ২৩ লাখ টাকা। গতবার এই বাজেট ছিল ২৬ লাখ টাকা। তবে বাজেটের সঠিক হিসাব জানা যাবে ৩০ জানুয়ারির সংবাদ সম্মেলনে।

এবারের মেলার শুরু থেকেই বইপ্রেমীরা বাড়তি আকর্ষণ হিসাবে পাবেন ভাষাশহীদদের আবক্ষ ভাস্কর্য। একাডেমীর বিক্রয় কেন্দ্রের পাশে স্থাপিত ভাস্কর্যটিতে ভাষাশহীদ সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার ও শফিউরের মূর্তি তৈরির কাজ শেষ হয়েছে। এখন ঘষামাজার কাজ চলছে। গ্রামীণফোনের সহায়তায় নির্মিত হয়েছে এই ভাস্কর্য। ভাষাশহীদদের মূর্তি ছাড়াও রয়েছে ভাষা আন্দোলন, বর্ণমালা ও বাঙালী সংস্কৃতি নিয়ে টেরাকোটা। দুই ধাপে সাড়ে ১৭ ফুট উচ্চতার ভাস্কর্যটি ৬ ফুট উঁচুতে তৈরি করা হয়েছে। মূর্তিগুলোর প্রতিটির ওজন ৮০ কেজি করে। এর নির্মাণকাজ শুরু হয় গত বছরের ১৩ নবেম্বর। ভাস্কর্যটি ভাস্কর মুফিদুল আলম খানের তত্ত্বাবধানে নির্মিত হয়েছে। এ ব্যাপারে মুর্শিদ আনোয়ার জানান, ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক ভাষা দিবসের দিনে ভাষাশহীদ পরিবারের কাউকে দিয়ে ভাস্কর্যটি উন্মুক্ত করা হবে।